১৭-০৯-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা : - পদের আধার পড়ার উপরেই নির্ভর করছে, নিজে পড়ে অন্যদেরও পড়াতে হবে, গলি - গলিতে গিয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে"

প্রশ্ন : - বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ ইচ্ছার থেকে দূরে থেকে সেবাতে লেগে থাকতে হবে ?

উত্তর : - তোমরা হলে দয়ালু বাচ্চা । তোমরা কারোর থেকে অর্থ নেওয়ার ইচ্ছা রাখবে না । এই ইচ্ছার থেকে দূরে থেকে দান করার সেবায়, অন্যকে নিজের সমান বানানোর সেবায় লেগে থাকতে হবে । বুদ্ধিতে যেন থাকে -- যার ভাগ্যে থাকবে, সে অবশ্যই বীজ বপন করবে । কেউ যদি বাণী বা কর্মের দ্বারা সেবা নাও করতে পারে, তাহলে ধনের সাহায্যেও সহযোগী হতে পারে । গরীব বাচ্চারা তো একমুঠো চাল দিয়েও মহল নিয়ে নেয় ।

গীত : - প্রীতম এসে মিলিত হও.....

ওম্ শান্তি । প্রিয়তমাদের জন্য একটি ডাকই যথেষ্ট । এখন এই ডাক কে ডাকছে আর কাকে ? এ তো কেবল বাচ্চারা তোমরাই জানো, কেননা তোমরা বাবার দ্বারাই বাবাকে জেনেছো । বাবা ছেলেকে প্রদর্শন করায় আর ছেলে বাবাকে - এমনই নিয়ম । এখন প্রিয়তমারা তাদের প্রীতমকে ডাকছে । গীত তো কৃষ্ণের জন্য গাওয়া হয়েছে । সকলেরই তো কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি আছে । কৃষ্ণের ভক্ত মনে করে যে, কৃষ্ণ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । বাস্তবে প্রীতম সকলেরই এক । সব পতিতদের পবিত্র একজনই করেন । নিরাকারকেই মানুষ স্মরণ করে কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মাকে যথার্থ রূপে জানে না । নিরাকারের যথার্থ অর্থ কি তা মানুষ জানে না । বাবা বুঝিয়েছেন যে, বাস্তবে একই রাম, হে প্রভু, হে ঈশ্বর, ও গড --- একজনকেই ডাকতে থাকে । কোনো শরীরধারী মানুষ বা দেবতাকে ডাকে না । বুদ্ধি নিরাকারের দিকেই চলে যায় । গড ফাদার সকলেরই এক । তারা মনেও করে যে, আমরা সব ভাই - ভাই কিন্তু তা আত্মা রূপে । এমনিতে তো প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ধর্মের । নিজের ধর্মের ভাই - বোনরাও লড়াই করতে থাকে । সবাই যখন দুঃখী হয়ে যায় তখন বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো কেননা সকলেরই পতিত - পাবন আমিই । সব প্রিয়তমাদের প্রীতম তো একজনই । সজনী তাদের সাজনকে স্মরণ করে । প্রিয়তমারা স্মরণ করে - প্রীতম এসে মিলিত হও । আত্মারা মন থেকে ডাকতে থাকে । ডাকে তো আত্মাই, শরীর তো নয় । জীব আত্মা, জীব আত্মার সঙ্গে কথা বলে । দুনিয়াতে মানুষের দেহভাব থাকার কারণে নিজেকে শরীর মনে করে । বাচ্চারা, তোমাদের পাক্কাভাবে বুঝতে হবে যে, জীবের আত্মা ডাকতে থাকে । আত্মাই ভালোবাসে । শরীর, শরীরকে ভালোবাসে না । আত্মাই শরীর ধারণ করে । এই সময়ের প্রেমও অশুদ্ধ । দেবী - দেবতার প্রেম তো খুবই শুদ্ধ হবে । মানুষ মনে করে যে, প্রেম হলো বিকারের । সত্যযুগে কিন্তু প্রেম থাকবে কিন্তু সেখানে কোনো বিকার থাকে না । বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য বিকারের হাত থেকে বাঁচান । তোমরা এই কথা যদি কাউকে বসে বোঝাও তাহলে তারা শুনে খুব খুশী হবে ।

তোমরা বলো যে - বাবা, সার্ভিস হয় না কিন্তু সার্ভিসের উপায় তো অনেকই বলেন । এখন দশহরা আসছে, দেবীর পূজাও সব জায়গায় হয় । তাই সেখানে গিয়েও বোঝানো উচিত । বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত । তিনি হলেন, পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার বাবা । আমরা আত্মারাও মূল বতনে থাকি

। বতন ঘরকেও বলা হয় । আমাদের, আত্মাদের বাবাও সেই পরমধামেই থাকেন । বাবা বাচ্চাদের পাঠিয়ে দেন । এও ড্রামা অনুসারে অটোমেটিক্যালি চলতে থাকে । তাঁকেও নিজের সময় অনুসারে আসতে হয় । এক হলেন বাবা আর বাকি সকলেই আত্মা । এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি । তাদের মধ্যে দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন সত্যযুগে । বাকি ৮ - ১০ টি হাতওয়ালা মানুষ হয় না । এরা কোথা থেকে আসবে ? যেখানে পূজা হচ্ছে সেখানে তোমাদের ইনোসেন্ট হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে - এটা কি হচ্ছে ? রুদ্র যজ্ঞও অনেক হয় । বিত্তবান লোকেরা অনেক যজ্ঞ ইত্যাদি করাতে থাকে । তোমরা যেখানে খুশী রমণ করতে পারো, তোমরা হলে রমতা যোগী । যারা যেই যেই দেশে থাকে, তারা সেখানেই সর্ভিস করতে পারবে । এঁরা কারা যাদের পূজা হয় ? এঁরা কি করে গেছেন ? এঁরা কাদের সন্তান ? এইসব কথা বসে জিজ্ঞেস করা উচিত । তখন বোঝানো উচিত কেননা তোমাদের সকলের কল্যাণ করতে হবে, দয়ালু হতে হবে । তোমরা অকারণেই অর্থ নষ্ট করো ।

বাচ্চাদের জন্য সার্ভিস তো অনেক আছে । এখন দশহরা আসছে, এর উপর বোঝানো উচিত যে, রাবণকে কেন জ্বালানো হয় ? রাবণের রাজ্য কবে থেকে কতদিন চলেছে ? এরপর বিষ্ণুর রাজ্য কতো সময় চলে ? সে হলো ব্রহ্মার দিন আর এ হলো ব্রহ্মার রাত । গভর্নমেন্টকেও গিয়ে বোঝানো উচিত । বরাবর এখন হলো রাবণ রাজ্য । সে হলো বিষ্ণু সম্প্রদায় অথবা দৈবী সম্প্রদায়, এ হলো আসুরী সম্প্রদায় । বড় - বড় মানুষদের গিয়ে বোঝানো উচিত । ছবি নিয়ে যাওয়া উচিত । চেষ্টা করা উচিত যে - এমন বাণ মারবে যে নাম উজ্জ্বল হয়ে যায় । বেনারসে সরস্বতী ইত্যাদির অনেক টাইটেল পাওয়া যায় । এখন সরস্বতী তো হলো জগত অম্বা । ভারতবাসী সবাই জগত অম্বাকে মানবেন , যিনি জগতের রচনা করেছেন । তাহলে অবশ্যই পিতাও থাকবে । জগত পিতা ব্রহ্মা আর জগত অম্বা সরস্বতী বলা হয়, তাই না । সরস্বতীও ব্রহ্মার সন্তান, ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী । তাহলে ব্রহ্মাকে কে রচনা করেছেন ? গায়ন আছে যে, শিব পরমাত্মায়ে নমঃ, তারা হয়ে গেলো দেবতায়ে নমঃ,তাহলে দেবতাদের রচয়িতা শিব পরমাত্মা হয়ে গেলেন, তাহলে তাঁর থেকেই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া গিয়েছিল ! তাই বাচ্চারা, তোমাদের তো বোঝাতে বেরোতে হবে । যারা খুব ভালো বুঝদার বাচ্চা, তাদের সেবা করা উচিত । বাবা তো গলি গলিতে যাবেন না । এ হলো বাচ্চাদের কাজ । সেবা না করলে মনে করা হবে যে এরা সেবা পরায়ণ নয় । তাহলে পদও তেমনই পাবে । যদিও সন্তান হয়েছে তবুও সবকিছুই পড়ার উপর নির্ভর করে । যারা বেশী পড়বে, তারাই উঁচু পদ পাবে । শিক্ষিতদের সামনে অশিক্ষিতরা মাথা নত করবে । উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত । এ কথা শিববাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । বাইরের বাচ্চারাও বুঝবে যে - শিববাবা মধুবন থেকে মুরলী চালান । মুরলী না এলে বাচ্চারা হয়রান হয়ে যায়, তারা ভাবে - শিববাবার মুরলী কেন এলো না ? কেননা শিববাবার মুরলীতেই আমাদের জন্ম হীরের তুল্য হয়ে যাবে । মুরলী তো রোজ শোনা উচিত । সাত দিনের মুরলীও যদি কারোর কাছে যায়, সে বসে পড়ে , তাহলে কতো খুশী হওয়া যায় । অবশ্যই মুরলী পড়া উচিত । যে কোনো বোবা বা প্রতিবন্ধী মানুষও এই মুরলী পড়তে পারে । জ্বরই হোক বা যে কোনো রোগ, অবশ্যই মুরলী পড়া উচিত ।

তোমরা কেবল বলো - তোমাদের দুজন বাবা, তাই যাদের আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে, তারা এই দুটি অক্ষরেই বুঝে যাবে । এই জ্ঞান এমনই সহজ । বাবাকে স্মরণ করলে সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে এসে যায় । বুদ্ধিতে যতো চক্র ঘোরাবে,ততই চক্রবর্তী হতে পারবে । বাবা বলেন যে -যারা আমার ভক্ত, বা

লক্ষ্মী – নারায়ণ ইত্যাদিকে মানে,তাদের বোঝাও – তোমরাই দেবী – দেবতা ছিলে, ৮৪ চক্র ঘুরেছো, এখন আবার দেবতা হও । এই বাবাও লক্ষ্মী – নারায়ণের ভক্ত ছিলো, তাই না । তোমরা পূজারী থেকে আবার পূজ্য হও । লক্ষ্মী – নারায়ণ তো পূজ্য ছিলেন তাই না । তোমরা লক্ষ্মী – নারায়ণের মন্দিরে যাবে, বলবে – কাল আমরা এঁদের পূজা করতাম আর এখন এমন তৈরী হচ্ছি । বোঝানো তো খুবই সহজ । বাচ্চারা, তোমাদের দয়ালু হতে হবে । যাদের সেবার শখ থাকবে তারা শিক্ষিকা ব্রাহ্মণীদের সাথ ধরে থাকবে । তারা বলবে, আমাদের বসে বোঝাও । তোমরা যখন শিববাবার ভাণ্ডার থেকে খাও, তখন শিববাবার সার্ভিস তো করতেই হবে, তাই না । সবাই শিববাবার ভান্ডারেই দেন । তারা মনে করে, আমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকেই খাই । তাই মন – বচন এবং কর্মে সার্ভিস করতে হবে । এখানে তোমরা কতো মজা পাও । সেই মজা ঘরে হয় না । মনের সেবা করতে হবে, স্মরণও করতে হবে । পবিত্রও হতে হবে । শঙ্খধ্বনিও করতে হবে । কর্মের দ্বারাও এই যজ্ঞের যে কোনো সেবা করতে হবে । শুরুতে মাম্মা – বাবা বাসনও মাজতেন । গোবরের মণ্ডও বানাতেন । দেহভাব দূর করার জন্য এইসব করতেন । এখন দিনে দিনে অনেকের মধ্যেই দেহ – ভাবের বৃদ্ধি হচ্ছে । যজ্ঞ থেকে ভোজন করলে সার্ভিস তো করা উচিত । বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হবে । সর্বব্যাপী বলে দিলে কিভাবে বিকর্মের বিনাশ হবে ? সর্বব্যাপী বলে দিলে বুদ্ধির যোগ লাগতে পারে না । তাই এই সেবা সকলকেই করতে হবে । দান দিতে হবে । ওই সেবা না হলে স্থূল সেবা করো । তাও যদি না করতে পারো অর্থের দ্বারা সেবা করো । তাহলে সেও সেবা হয়ে যাবে । বীজ বপন করলে তার ফল বের হয় । এখানে চাল , রুটি দিলে মহল পাওয়া যায় । কাউকেই বলতে হবে না যে বীজ বপন করো । ভাগ্যে না থাকলে কখনোই বুদ্ধিতে আসবে না । বিত্তবান ব্যক্তি হলে তারা পাঁচ লাখ টাকার ইনসিওরেন্স করে । গরীব হলে ৫০০ টাকার ইনসিওরেন্স করবে । এখানে গরীবরা সবথেকে বেশী ইনসিওরেন্স করে । গরীবের একমুঠি চালও বিত্তবানদের অর্থের সমান হয়ে যায় । মাম্মাকে দেখো , কি ইনসিওর করেছেন ? তন – মনে দেখো , কতো সেবা করেছেন । যারা অনেক অর্থ দেয়, তারাও এমন পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না, যা তিনি পেয়েছিলেন ।

তোমরা তো নর থেকে নারায়ণ হবে । এই জ্ঞান হলোই স্বরাজ্য যোগ । প্রত্যেকেরই বুদ্ধি বুঝতে পারে যে, আমরা মাম্মা – বাবাকে অনুসরণ করছি ? পুরুষার্থ তো করতে হবে, তাই না । এই জ্ঞান সাগর তো গলি – গলিতে যাবেন না । বাবা তো জনসমক্ষে ভাষণ করতে পারবেন না । বাবা বলেন যে, আমি বাচ্চাদের সামনে ভাষণ করবো । আমি সকলের বাবা । তোমরা হলে মা আর কুমারী । তোমাদের গিয়ে ভাষণ করতে হবে । তোমরা আবার বি.কে । এখন জগদম্বার জন্য কতো বড় মেলা হয় । তিনি কিছু তো সার্ভিস করে গেছেন, তাই না । তোমরা সে কথা বলতে পারো, সেখানে অনেক সার্ভিস করতে পারো । সেবা পরায়ণ বাচ্চারা নিজে থেকেই সেবা করতে থাকবে । যারা নিজে থেকেই করে, তারাই দেবতা ---- সকালে যাও আর রাতে ফিরে এসো । সার্ভিস করার সাহস চাই । অনেক ভালো ভালো বাচ্চা আছে কিন্তু তারা কোনো না কোনো বন্ধনে আবদ্ধ । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অবলাদের উপর অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসে । তোমরা প্রত্যক্ষভাবে তা দেখছো । তাই বাবার থেকে যদি আশীর্বাদী বর্সা নিতে হয়, তাহলে সার্ভিসে তৎপর থাকতে হবে । তোমরা শ্রীমতে চলো । হ্যাঁ, লৌকিক বাবা – মা থাকলে তাদের সেবাও করতে হবে, সাথে সাথে এই সেবাও করতে হবে । বোম্বেতে অম্বার মন্দিরে অনেকেই যায়, সেখানে গিয়েও তোমরা সার্ভিস করতে পারো । এমন যারা সর্ভিস করবে, তাদের গভর্নমেন্টও শরীর নির্বাহের কারণে অর্থ দেবার জন্য তৈরী থাকবে । যদি কেউ কিছুই না

বোঝে তাহলেও পরিশ্রম করো, কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে । সার্জন তো অনেক চাই । তোমরা হলে অন্ধের লাঠি । বাচ্চারা, তোমাদের জন্য সার্ভিস তো অনেক আছে । তোমরা কারোর থেকেই অর্থ নেওয়ার ইচ্ছা রাখবে না । তোমাদের তো দয়ালু হতে হবে । দয়ালু বাবার বাচ্চাও দয়ালু । যারা অনেকের মার্গ দর্শন করবে, তারা পদও উঁচু পাবে । শোনে তো অনেকেই । এখান থেকে গেলেই সব ভুলে যায় । নম্বর অনুসারেই ধারণা হয়, এতে অনেক পরিশ্রম চাই । ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য পাওয়া যায় । এ কি কম কথা । গভর্নমেন্ট যেমন বলে, ঘুমিয়ে থাকা খুব খারাপ । বাবাও বলেন নিদ্রাজয়ী হও । রাতেও অর্জন করো ।

কেউ যদি শরীর ত্যাগ করে,তাহলে মনে করে যে ড্রামাতে তার এতটাই পার্ট । যারা অনন্য বাচ্চা হয়, তারাই আসে । কেউ তো অনেক চোখের জল বইয়ে দেয়, অনুশোচনা করে যে - আমরা সার্ভিস করি নি, বাবার কথা শুনি নি । এমন বিভিন্ন প্রকারের হয় । বাবা সাক্ষাৎকার করান - তোমাদের কতো বলতাম, সার্ভিস করে নিজের সমান বানাও, তোমরা কিছুই করো নি, আবার কাঁদছো । ধর্মরাজের সামনেও কাঁদতে থাকে, মার খায় । পরীক্ষা হয়ে গেছে, রেজাল্ট বের হয়ে গেছে, এরপর কাঁদলে কি কোনো লাভ হবে ?

প্রিতম এখন এসেছেন তাঁর প্রিয়তমাদের নিয়ে যাবার জন্য । তিনি বলেন - তোমরা এসো, আমি তোমাদের বিশ্বের মহারাণী বানাবো । যারা পুরুষার্থ করবে, তারাই হতে পারবে । তারাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী হয় । কেউ তো খুব ঝলমল করে । তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো । উপরে তোমাদের পরের দিকের রেজাল্টের স্মরণ আছে । এখন তো গ্রহণ লাগবে । চলতে চলতে গ্রহচারী লেগে যায় । তোমরা এই ঝড় থেকে বেরোতে পারো না । গ্রহণ লাগলো আর পড়ে গেলে । অনেকেরই এই গ্রহণ লাগে । এই গ্রহণ মাতা - পিতাকেও ভুলিয়ে দেয় । কেউই তো এখনো পরিপূর্ণ হয় নি । মায়াও চালাকির সঙ্গে লড়াই করবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ,ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১ ) রমতা যোগী হয়ে সেবা করতে হবে । মন - বচন এবং কর্মে যে কোনো প্রকার সেবায় অবশ্যই ব্যস্ত থাকতে হবে ।

২ ) রাত জেগে কামাই করতে হবে । নিদ্রাজয়ী হতে হবে । যে কোনো পরিস্থিতিতে মুরলী পড়তে হবে ।

বরদান : - গুটিয়ে ফেলার শক্তির দ্বারা বাক্স প্যাটরা গুটিয়ে নিয়ে সময় অনুযায়ী এভাররেডি ভব

এভাররেডি তাকেই বলা হয় যে গুটিয়ে ফেলার শক্তির দ্বারা দেহ, দেহের সম্বন্ধ, পদার্থ, সংস্কার -- সবের বাক্স প্যাটরা গুটিয়ে নিয়ে তৈরী থাকে, তাই চিত্রতেও গুটিয়ে ফেলার শক্তিকে বাক্স প্যাটরা গোটানো দেখানো হয়েছে । এই সঙ্কল্পও যেন না আসে যে, এখন এই করতে হবে, এই হতে হবে, এখন

এই রয়ে গেছে । এক সেকেণ্ডেই তৈরী । সময়ের ডাক আর এভার রেডি । কোনো সম্বন্ধ বা পদার্থও যেন স্মরণে না আসে ।

স্লোগান : – পরমাত্মার গুণ আর শক্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করাই হলো মহান তপস্যা ।